The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

উন্নয়ন নাট্যচর্চায় বেসরকারি সংস্থা : সম্ভাবনার ক্ষেত্র অনুসন্ধান

[Role of Non-Governmental Organizations in Development Theatre Practice: Exploring Field of Possibilities]

Md. Mohsin Ali
PhD Fellow, Department of Theatre, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:

Received : 09 February 2025
Received in revised: 27 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Theatre for Development (TfD) — Non-Governmental Organizations (NGOs)— Characteristics of TfD — Initiatives regarding TfD — Social Impact — Creating Employment through TfD Practice — Funding for TfD.

ABSTRACT

Theatre is a powerful medium of entertainment. It touches people's emotions, has a profound impact on society, makes people cry, laugh, inspires them to think in new ways, and even brings about improvement and change in society in various ways. In other words, theatre can mentally influence audiences, stimulating their emotions like empathy, love, sadness, and joy, thereby relieving mental stress and temporarily moving them away from the challenges of daily life. Since theatre keeps people mentally connected, its use in development work is noticeable. This type of theatre is called Developmental Theatre or Theatre for Development (TfD). The present article explores the role and potential areas for Non-Governmental Organizations (NGOs) to promote the practice of developmental theatre.

নাটক সমাজের সমস্যাগুলো তুলে ধরে এবং মানুষকে সেসব বিষয়ে সচেতন করে তোলে। সামাজিক অন্যায়, বৈষম্য এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো বিষয়সমূহ নাটকের মাধ্যমে প্রায়ই আলোচনায় আসে, যা সমাজের মানুষের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সহায়তা করে। এছাড়াও একটি নির্দিষ্ট সমাজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসকে প্রকাশ করে, এমনকি একটি দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সংরক্ষণ করে এবং নতুন প্রজন্মকে ঐতিহ্য সম্পর্কে জানাতে সাহায্য করে। আবার, শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে নাটক। এটি সামাজিক, নৈতিক এবং নৈতিক শিক্ষার মূল্যবোধ শেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। শিশু এবং তরুণ প্রজন্ম নাটকের মাধ্যমে সহজেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখতে পারে। এছাড়াও রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে; রাজনৈতিক দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ন্যায়বিচারহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে। অনেক সময়ে নাটকের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনার আহ্বান জানানো হয়, আবার একটি কমিউনিটি যখন একত্রিত হয়ে নাটক দেখতে যায়, তখন তাদের মধ্যে একটি সংযোগ তৈরি হয়। এই সংযোগ সমাজে ঐক্য ও সহানুভূতির পরিবেশ গড়ে তোলে। সামগ্রিকভাবে, নাটক শুধুমাত্র বিনোদন নয়, বরং এটি সমাজের মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সংস্কৃতি এবং টেকসই উন্নয়ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই সংযোগ উন্নয়ন বিশ্বে একটি উদীয়মান ধারণা। যদিও একটি সমাজের পরিচয় মূলত তার সংস্কৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়, তবুও যে কোনও সমাজের পক্ষে সংস্কৃতির স্থির ধারণা থাকা কঠিন। সমাজ ও সংস্কৃতি উভয়ই যুগপৎ পরিবর্তনশীল।

> সংস্কৃতি এবং উন্নয়নের মধ্যে সংযোগ অন্তত তিনটি উপায়ে কাজ করে। প্রথমত, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য জাতীয় সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই ঐতিহ্য, বিভিন্ন ঐতিহ্য, লোকগীতি, নৃত্য-নাটক এবং থিয়েটার ইত্যাদি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতিকে মানুষের মধ্যে বিশেষ করে নিরক্ষর মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, থিয়েটার, লোকগীতি এবং বিনোদনের অন্যান্য দেশীয় ধরনগুলিকে সচেতনতা বাড়াতে এবং মানুষকে নতুন ধারণা জানানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া, সাংগঠনিক ক্ষমতা, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সুশাসন নিশ্চিত করার জন্যও এই ধরনের বিনোদন মিডিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, রীতিনীতি এবং বিশ্বাসের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এই জনপ্রিয় সংস্কৃতির কিছু দিক হল লিঙ্গ-সমতা বিরোধী, প্রগতি বিরোধী ইত্যাদি। টেকসই উন্নয়ন হস্তক্ষেপের জন্য, এই নেতিবাচক শক্তিগুলিকে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। রূপান্তর তিনটি উপায়েই সংস্কৃতি-উন্নয়ন সংযোগকে সম্বোধন করার চেষ্টা করে।[১]

উন্নয়ন নাট্য বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে সামাজিক পরিবর্তন, সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে উন্নয়ন নাট্যের ব্যবহার দারিদ্র্য, লিঙ্গ বৈষম্য, স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকারের মতো

সমস্যাগুলি মোকাবেলায় বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫৩ বছরে সল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। এক বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ ও অর্জন সম্ভব হয়েছে। অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলেই সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতি হয়েছে। বিগত অর্ধশতক সময়ে বাংলাদেশের এই উন্নয়ন সাধনের পথে সরকারি ও বেসরকারিভাবে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। সেই উদ্যোগসমূহের অন্যতম একটি উন্নয়ন নাট্য। যা দ্বারা প্রতি বছরই সচেতনতার কাজ ও উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গ : উন্নয়ন নাট্য

উন্নয়নের জন্য যে নাটক করা হয় তাকে উন্নয়ন নাট্য বা থিয়েটার ফর ডেভেলপমেন্ট (TfD) বলা হয়। এই ধরনের নাটকের মূল উদ্দেশ্য হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর উপর আলোকপাত করা এবং মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা। অনুন্নত দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সামাজিক-রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা উন্নয়নের আরেকটি উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়নসংস্থা অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য ঋণদান কর্মসূচির পাশাপাশি মানব উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অন্যান্য কর্মসূচিতে জোর দিতে শুরু করে। এছাড়াও বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণা চলতে থাকে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন উন্নয়নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন,

> সাবেক উন্নয়ন তত্ত্বের প্রধান তথ্যগত ত্রুটি এই যে, এ তত্ত্বের জোর দেয়া হয়েছে জাতীয় উৎপাদন, মোট আয় এবং বিশেষ বিশেষ পণ্যের মোট সরবরাহের উপর। মানুষের স্বত্বাধিকার এবং সেই স্বত্বাধিকার থেকে পাওয়া ক্ষমতার দিকে নজর দেয়া হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টি।[২]

অন্যদিকে বিকল্প ধারার উন্নয়ন সম্পর্কে বোদেনার্ভ বলেছেন,

> কিছু ব্যক্তির উন্নয়নের জন্য উন্নয়নের অর্থ হলো অদক্ষদের কাছে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা যাতে তারা আরো উৎপাদনক্ষম হয়ে উঠতে পারে, অন্যদের জন্য তা হল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা জাগ্রত করা যাতে তারা নিজেরাই সমাজের কাঠামোটাকে বদলে ফেলতে পারে।[৩]

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই অসম সমাজ ব্যবস্থার মূল কারণ দূর করার মাধ্যমে উন্নয়ন করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞের মতে উন্নয়নের প্রথম ধারণাটি অত্যাচারী শ্রেণির সার্থকে সংরক্ষণ করে এবং দ্বিতীয়টি অত্যাচারিতদের স্বার্থকে সমর্থন করে, যা মূলত ফ্রেইরিয়ান বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তৃতীয় বিশ্বে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিশ্লেষণী সচেতনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি হলো উন্নয়ন। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাগুলো শুধুমাত্র সংস্কৃত জনগোষ্ঠীর আত্মনির্ভরশীলতার উপর জোর দিচ্ছে। গবেষক আনিসুর রহমানের মতে,

> আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ হল যে কোন কাজে নিজের সম্পদ ও শক্তিকে মৌলিক সম্পদ ও শক্তি বলে গণ্য করা- অপরের সম্পদ সম্মানজনক শর্তে ব্যবহার করলেও এই চেতনা থাকবে যাতে তার উপর এমন নির্ভরশীলতা দেখা না দেয় যে, সেই সম্পদ না পেলে কিছুতেই চলে না। এই ধরনের নির্ভরশীলতা অপরের দ্বারা শোষণের দ্বার উন্মুক্ত করে।[৪]

অর্থাৎ এখান থেকে বোঝা যায় যে, উন্নয়ন হলো আসলে নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে মানুষের মধ্যে নির্ভরশীলতার শিকল গড়ে তুলছে যা ইতিবাচক নয়। "তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারী সংস্থার নাট্যকলা ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল দেশের গ্রামীণ কৃষকদের 'উন্নয়ন'।"[৫] উন্নয়ন বা পরিবর্তনের জন্য সামাজিক এবং ব্যক্তিগত অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন। উন্নয়নের ক্ষেত্র শুধুমাত্র দরিদ্র বা বঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নয়; উন্নয়ন দরকার সমাজের উপরের কাঠামো থেকে শুরু করে নিম্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে। উন্নয়ন নাট্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রাখার অন্যতম প্রধান উপায় হলো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা ও শিক্ষার প্রচার করা। উন্নয়নমূলক নাট্য বিভিন্ন সম্প্রদায়কে তাদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, নারীর অধিকার সহ বাল্যবিবাহ, গার্হস্থ্য সহিংসতা এবং মানব পাচারের মতো সামাজিক সমস্যাগুলো মোকাবেলায় পদক্ষেপ নিতে তাদের উৎসাহিত করতে। উন্নয়ন নাট্য বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত টেকসইতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এনজিও এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক সংস্থাগুলি এইচআইভি/এইডস, যক্ষ্মা, এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের মতো স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং জল সংরক্ষণ এবং বৃক্ষ রোপণের মতো পরিবেশগতভাবে টেকসই অনুশীলনগুলিকে প্রচার করতে উন্নয়ন নাট্য ব্যবহার করেছে।

উন্নয়ন নাট্যের লক্ষ্যণীয় কিছু বৈশিষ্ট্য :

- এই নাটকগুলো সাধারণত দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, লিঙ্গ বৈষম্য, পরিবেশের ক্ষতি, কৃষি, নারীর অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

- উন্নয়নমূলক নাটক সমাজের অগ্রগতি এবং উন্নয়নের জন্য এক ধরনের গণমাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যেখানে মানুষের সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয় এবং তাদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য সমাধান প্রদানের চেষ্টা করা হয়।
- অনেক সময় এই ধরনের নাটকগুলোতে দর্শকরাও অংশগ্রহণ করে, যার মাধ্যমে তারা সরাসরি তাদের অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে পারে। এতে নাটকের মাধ্যমে সমাধান খোঁজার প্রক্রিয়ায় সবাইকে যুক্ত করা হয়। ফলে এটি অংশগ্রহণমূলক নাটক হয়ে ওঠে।
- উন্নয়নমূলক নাটকগুলোতে প্রায়ই লোকজ সংস্কৃতি, গান, নাচ ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়, যা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজে সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করে।
- আঞ্চলিক ও স্থানীয় সমস্যার প্রতিফলনের জন্য এই ধরনের নাটক গুরুত্বপূর্ণ। এই নাটকগুলো স্থানীয় ভাষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়, যাতে সাধারণ মানুষ নিজেদের সমস্যার সঙ্গে সহজেই যুক্ত হতে পারে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন নাট্য বিষয়ক পদক্ষেপ

উন্নয়ন নাট্য বা TfD সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ উন্নয়ন নাট্যকে সমাজে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে,

- গ্রামীণ বা শহুরে এলাকায় নাট্যদল গঠন এবং তাদের উন্নয়ন নাট্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে পারে।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা।
- নাট্যকলার কৌশল শেখানো এবং কিভাবে স্থানীয় সমস্যা নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়, তা শেখানো।
- স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নাট্য প্রদর্শনী আয়োজন; যেখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিক্ষা, নারী অধিকার, শিশুশ্রম, পরিবেশ, লিঙ্গ সমতা ইত্যাদি তুলে ধরা হবে। এতে স্থানীয় জনগণ নাটকের মাধ্যমে তাদের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে পারবে এবং সেগুলির সমাধানে নিজে থেকে উদ্যোগ নিতে উদ্বুদ্ধ হবে।
- জনগণকে সরাসরি নাটকের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা ; যেখানে দর্শকও নাটকের একটি অংশ হয়ে সমস্যার সমাধানে নিজের মতামত দিতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় জনগণের মতামত, অভিজ্ঞতা এবং সমাধানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা তাদের সক্রিয়ভাবে সমস্যার সমাধানে উৎসাহিত করে।
- মোবাইল বা ভ্রাম্যমান থিয়েটার দল গঠন করা, যারা গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ঘুরে উন্নয়ন নাট্য প্রদর্শন করবে। এটি বিশেষ করে প্রান্তিক এবং দূরবর্তী এলাকার মানুষের জন্য কার্যকর, যাদের মূলধারার যোগাযোগের সুযোগ কম।
- স্থানীয় স্কুল-কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন নাট্যের অনুষ্ঠান আয়োজন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই ধরনের নাটক উপস্থাপন অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে, কারণ শিক্ষার্থীরা সমাজের ভবিষ্যৎ নির্মাতা।
- উন্নয়ন নাট্য পরিবেশনা পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে ফলো-আপ কর্মসূচি পরিচালনা করা যেতে পারে, যেখানে নাট্য প্রদর্শনের পর জনগণের মধ্যে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই আলোচনায় সমাধানমূলক প্রস্তাব, উদ্যোগ এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যাবে।
- বিভিন্ন নাট্যদলগুলোকে অর্থায়ন, সরঞ্জাম এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। যা নাটকের জন্য পোশাক, মঞ্চ নির্মাণ, যাতায়াত এবং অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- উন্নয়ন নাট্যের প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য সংস্থাগুলো পর্যবেক্ষণ (Monitoring) ব্যবস্থা চালু করতে পারে। এটি নাটকের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবর্তনের মাত্রা পরিমাপ করতে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যৎ উদ্যোগের জন্য দিকনির্দেশনা দেবে।
- দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নাট্য কর্মশালা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে পারে। এতে উন্নয়ন নাট্যের মান আরও উন্নত হবে এবং সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হবে।
- এছাড়াও উন্নয়ন নাট্যের মাধ্যমে তৈরি নাটকগুলো বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করতে পারে (যেমন টেলিভিশন, রেডিও, ইউটিউব, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি)। এই মাধ্যমগুলো নাটকের উদ্দেশ্যকে অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

এই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে যেসব অঞ্চলে সাধারণ মানুষ সচেতনতা এবং শিক্ষা থেকে পিছিয়ে রয়েছে সেসব অঞ্চলে বেসরকারি সংস্থাগুলো উন্নয়ন নাট্যকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রশ্ন জাগে, উন্নয়ন নাট্য সম্পর্কিত এই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করে এর চর্চা বেগবান করলে বেসরকারি সংস্থাসমূহ কী কী সুফল পাবে? সংস্থাগুলো উন্নয়ন নাট্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনেক ধরনের উপকার এবং সুবিধা

কিংবা সুফল পেতে পারে। উন্নয়ন নাট্য ব্যবহারের মাধ্যমে এই সংস্থাগুলো সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হবে, যা তাদের মূল লক্ষ্য এবং মিশনে সহজেই পৌঁছে দিবে। নাটক এমন একটি মাধ্যম, যা সাধারণ মানুষের কাছে সহজে পৌছায় এবং তাদের মনোজগতে গভীর প্রভাব ফেলে সচেতনতা সৃষ্টি করে। এই সচেতনতা বৃদ্ধি বেসরকারি সংস্থাগুলোর বিভিন্ন প্রোগ্রামের সফলতা নিশ্চিত করে এবং তাদের কর্মসূচি আরো কার্যকরী ও অর্থবহ করে তোলে। বেসরকারি সংস্থা গুলোর অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো সমাজের নানা সমস্যার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। উন্নয়ন নাট্য সেই সচেতনতা তৈরির একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উন্নয়ন নাট্যের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাগুলো স্থানীয় জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ বাড়াতে পারে। অংশগ্রহণমূলক নাট্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ নিজেদের মতামত এবং অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে, যা ঐ সংস্থার প্রকল্প ও উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়নকে আরও কার্যকর ও টেকসই করে। এতে সাধারণ মানুষ নিজেদের সমস্যা নিয়ে সরাসরি আলোচনা করতে পারে, ফলে তাদের মধ্যে সমাজের উন্নয়নে অংশগ্রহণের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। মিডিয়ার মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রচার হয়, যা তাদের পরিচিতি এবং গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে। উন্নয়নমূলক নাটক প্রদর্শন একটি চমকপ্রদ এবং সৃজনশীল উদ্যোগ, যা সহজেই গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এছাড়া, উন্নয়ন নাট্যের মাধ্যমে একটি সংস্থা তার প্রচারণা বা অ্যাডভোকেসি উদ্যোগে অধিক মানুষকে যুক্ত করতে সক্ষম হয়। দাতাগোষ্ঠীর বিশ্বাস এবং আস্থা অর্জনের জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলোকে তাদের প্রকল্পের প্রায়োগিক দক্ষতা প্রমাণ করতে হয়। উন্নয়ন নাট্যের মাধ্যমে সরাসরি জনসম্পৃক্ততা এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব দেখানো সম্ভব হয়, যা দাতাগোষ্ঠী এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কাছে শক্তিশালী উদাহরণ হয়ে ওঠে। এটি একটি সংস্থার জন্য ভবিষ্যৎ ফান্ডিং বা অর্থায়নের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

উন্নয়ন নাট্য একটি খরচ সাশ্রয়ী যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রচলিত গণমাধ্যমের (যেমন টেলিভিশন, বিলবোর্ড, ইত্যাদি) তুলনায় নাটকের মাধ্যমে একটি বড় জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো যায় অপেক্ষাকৃত কম খরচে। এতে কম খরচে বেশি মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা যায়, যা একটি সংস্থার সীমিত বাজেটের মধ্যে বড় লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হয়। উন্নয়ন নাট্যেও পরবর্তী পদক্ষেপ (Follow-Up)-এর মাধ্যমে একটি উন্নয়ন সংস্থা স্থানীয় জনগণের সমস্যাসমূহ সরাসরি জানতে পারে এবং সেই অনুযায়ী বাস্তবভিত্তিক সমাধান তৈরি করতে পারে। স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন নাট্যের মাধ্যমে সমাধানের প্রস্তাব দেওয়া সহজ হয়। এতে সংস্থার প্রকল্পসমূহ স্থানীয় বাস্তবতার সাথে আরও ভালোভাবে সমন্বয় করতে পারে। উন্নয়ন নাট্যের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাগুলো জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে, যা জনগণের মধ্যে তাদের সম্পর্কে বিশ্বাস ও আস্থা তৈরি করে। ফলে দীর্ঘমেয়াদে জনগণের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তাদের কাজ আরও সফল হয়। যখন স্থানীয় মানুষ বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে নিজেদের সম্পৃক্ত এবং সমর্থিত মনে করে, তখন তাদের সহযোগিতা পাওয়া সহজ হয়। অংশগ্রহণমূলক নাটকগুলোতে জনগণ নিজেরাই বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে যুক্ত হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সহায়ক। এতে মানুষ কেবল সচেতন হয় না বরং তারা নিজ উদ্যোগে সমস্যার সমাধানেও ভূমিকা পালন করে। উন্নয়ন নাট্যের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা, সংস্কৃতিকর্মী, নাট্যদল এবং গণমাধ্যমের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। এই নেটওয়ার্কিং পরবর্তী সময়ে সহযোগিতা, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। সর্বোপরি, বেসরকারি সংস্থার জন্য উন্নয়ন নাট্য একটি সৃজনশীল, অংশগ্রহণমূলক এবং কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটি তাদের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করার পাশাপাশি কম খরচে জনসংযোগ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির একটি শক্তিশালী কৌশল হিসেবে প্রমাণিত হয়।

উন্নয়ন নাট্যচর্চা ও প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি

বেসরকারি সংস্থাগুলো উন্নয়ন নাট্য কার্যক্রম শুরু করলে নাটকের শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সামাজিক উন্নয়নে নাটককে ব্যবহার করে নাট্যকর্মীদের ও নাটকের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। নিচে এর সম্ভাবনা নিয়ে কিছু দিক তুলে ধরা হলো:

১. পেশাদার নাট্যদলে কাজের সুযোগ : বেসরকারি সংস্থা গুলো উন্নয়ন নাট্যের মাধ্যমে নাট্যদল গঠন করলে সেখানে নাটকের শিক্ষার্থীরা পেশাদার নাট্যকর্মী হিসেবে কাজের সুযোগ পেতে পারে। তাদের অভিনয়, নির্দেশনা, সৃজনশীলতা, এবং কোরিওগ্রাফিসহ বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে নাট্য শিক্ষার্থীরা পেশাগত জীবনে নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করতে পারবে।

২. উন্নয়ন নাট্যের প্রশিক্ষক ও ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে কাজের সুযোগ: নাটকের শিক্ষার্থীরা উন্নয়ন নাট্যের প্রশিক্ষক বা ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে কাজ করতে পারে। তারা নতুন নাট্যদল গঠন, নাটকের কৌশল শেখানো, ওয়ার্কশপ পরিচালনা এবং নতুন নাট্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে নিয়োজিত হতে পারে। এটি তাদের জন্য একটি স্বনির্ভর পেশা হিসেবে কাজ করতে সহায়তা করবে।

৩. নাট্য নির্দেশক ও প্রযোজক হিসেবে কাজের সুযোগ: উন্নয়ন নাট্যের প্রোগ্রামে নাটকের শিক্ষার্থীরা নাট্য নির্দেশক (ডিরেক্টর) এবং প্রযোজক (প্রোডিউসার) হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাবে। বেসরকারি সংস্থা গুলো যখন উন্নয়নমূলক নাটক পরিচালনা করবে, তখন তাদের এসব পেশাদারদের প্রয়োজন হবে, যারা নাটক তৈরি ও পরিচালনা করতে দক্ষ। এভাবে শিক্ষার্থীরা নাটক তৈরির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেতে পারে।

৪. স্থানীয় ও আঞ্চলিক থিয়েটার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ: উন্নয়ন নাট্যের উদ্যোগের ফলে স্থানীয় বা আঞ্চলিক থিয়েটার কর্মসূচি বৃদ্ধি পাবে, যেখানে নাটকের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রকল্পে কাজের সুযোগ পাবে। তারা স্থানীয় নাট্যদলগুলোর সঙ্গে কাজ করতে পারবে এবং তাদের নিজস্ব দক্ষতা উন্নত করার পাশাপাশি আয়ও করতে পারবে।

৫. মিডিয়া ও প্রচারণায় কাজের সুযোগ: উন্নয়ন নাট্যের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রচারণামূলক কাজেও নাটকের শিক্ষার্থীদের নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। সংস্থাগুলো যখন জনসচেতনতামূলক নাটক তৈরি করে এবং তা গণমাধ্যমে প্রচার করে, তখন মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে নাট্যশিল্পীদের প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীরা এখানে স্ক্রিপ্ট রাইটার, অ্যাক্টর, ক্যামেরা অপারেটর, প্রডাকশন কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. অভিনেতা হিসেবে কাজের সুযোগ: উন্নয়ন নাট্যের প্রোগ্রামের নাটকগুলোতে শিক্ষার্থীরা অভিনেতা হিসেবে কাজ করতে পারে। যারা স্থানীয় ভাষা এবং সংস্কৃতি বুঝতে পারে, উন্নয়ন নাট্যের জন্য সেই নাট্যশিল্পীদের নিয়মিত প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীরা এখানে অভিনয় দক্ষতার ব্যবহার করতে পারবে এবং অভিনয়ের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

৭. নাট্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা একাডেমি প্রতিষ্ঠা: উন্নয়ন নাট্যের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নাটকের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে নিজেদের নাট্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যেখানে নতুন নাট্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সংস্থাসমূহ এই ধরনের উদ্যোগে সহযোগিতা করতে পারে, যা শিক্ষার্থীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান তৈরির সুযোগ করে দিবে।

৯. নাট্য গবেষণা ও সৃজনশীল লেখালেখির সুযোগ: উন্নয়ন নাট্যের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা নাটকের শিক্ষার্থীদের নাট্য গবেষণা এবং স্ক্রিপ্ট লেখার মতো ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করার সুযোগ দিতে পারে। তারা উন্নয়নমূলক নাটক নিয়ে গবেষণা করতে পারে বা স্ক্রিপ্ট লিখতে পারে, যা তাদের সৃজনশীল জীবনের একটি নতুন পথ তৈরি করবে।

১০. কর্মসংস্থানের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি: উন্নয়ন নাট্যের মাধ্যমে নাটকের শিক্ষার্থী/কর্মীবৃন্দ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, থিয়েটার গ্রুপ, মিডিয়া হাউজ এবং অন্যান্য সৃজনশীল প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারবে। এটি ভবিষ্যতে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িয়ে তুলবে এবং বিভিন্ন পেশাগত সংযোগ তৈরি করবে। অর্থাৎ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো উন্নয়ন নাট্যের প্রয়োগ শুরু করলে নাটকের শিক্ষার্থীদের জন্য বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। তারা পেশাদার নাট্যকর্মী, প্রশিক্ষক, অভিনেতা, নির্দেশক, প্রযোজক, সৃজনশীল মিডিয়া কর্মী, উদ্যোক্তা এবং গবেষক হিসেবে কাজ করতে পারবে। এর মাধ্যমে তারা শুধুমাত্র সামাজিক পরিবর্তনের অংশ হবে না, বরং নিজেদের কর্মজীবনকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার সুযোগও পাবে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা পর্ষদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সংস্থার লক্ষ্য এবং মিশন বাস্তবায়নে কৌশল নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করে থাকে। উন্নয়ন নাট্য প্রয়োগের মাধ্যমে সংস্থার উন্নয়নমূলক কাজকে আরও কার্যকরী করতে এই পর্ষদ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারে; যা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়তা করবে। ব্যবস্থাপনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য পদক্ষেপের পাশাপাশি উন্নয়ন নাট্য বিষয়ক আরও কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন—

১. প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত পরিকল্পনায় উন্নয়ন নাট্যকে অন্তর্ভুক্ত করা: ব্যবস্থাপনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত পরিকল্পনায় উন্নয়ন নাট্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। উন্নয়ন নাট্যের মাধ্যমে কীভাবে উন্নয়নমূলক কাজগুলো আরও সৃজনশীল এবং কার্যকরী হতে পারে তা নির্ধারণ করে, কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এতে উন্নয়ন নাট্যের কার্যক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, এবং সফলতা নির্ধারণ করা যাবে।

২. আলাদা বাজেট বরাদ্দ করা: উন্নয়ন নাট্য কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের বাজেটে একটি আলাদা তহবিল বরাদ্দ করতে হবে। এই তহবিল নাট্যদল গঠন, নাটকের পাণ্ডুলিপি লিখন, প্রযোজনা এবং কর্মশালা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ থাকলে উন্নয়ন নাট্যের কার্যক্রম পরিচালনা সহজতর হয় এবং টেকসই হয়।

৩. TfD বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক নিয়োগ: উন্নয়ন নাট্যের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার জন্য একজন TfD বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক নিয়োগ করতে হবে। এই পরামর্শক নাটকের মাধ্যমে কীভাবে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নমূলক পরিবর্তন আনা সম্ভব তা নিয়ে কাজ করবেন এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিবেন।

৪. প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য উন্নয়ন নাট্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে। কর্মীরা যদি উন্নয়ন নাট্যের মূলনীতি, কৌশল এবং প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন হন, তবে তারা এটি বাস্তবায়ন করতে আরও দক্ষ হবেন। নাট্যকর্মী, স্থানীয় জনগণ এবং থিয়েটারের সাথে কাজ করা লোকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

৫. জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালানোঃ উন্নয়ন নাট্যের প্রয়োগ করে সংস্থার পরিচলনা পর্ষদ বা ব্যাবস্থাপনা পর্ষদ প্রচারাভিযানগুলো কে আরও শক্তিশালী করতে পারে। উন্নয়ন নাট্যের নাটকগুলোর মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী অধিকার, পরিবেশ বা অন্যান্য সামাজিক সমস্যার ওপর জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা সম্ভব। এটি একটি সৃজনশীল এবং সরাসরি প্রভাবশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে।

৬. প্রকল্পের সাফল্য মূল্যায়নঃ উন্নয়ন নাট্য প্রকল্পের সাফল্য পরিমাপ করার জন্য একটি মূল্যায়ন ব্যবস্থা তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি তৈরি করতে পারে। যেমন— কমিউনিটির প্রতিক্রিয়া, নাটকের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির মাত্রা, সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি। এই মূল্যায়ন ব্যবস্থা উন্নয়ন নাট্যের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে।

৭. অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পরিচালনাঃ উন্নয়ন নাট্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণমূলক গবেষণা চালানোর জন্য উদ্যোগ নিতে পারে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পর্ষদ। এই গবেষণার মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যা ও চাহিদাগুলো নির্ধারণ করা হবে, যা নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা যাবে। গবেষণার ফলাফল নাটকের স্ক্রিপ্ট এবং মেসেজ তৈরিতে সহায়ক হবে, যা স্থানীয় প্রেক্ষাপটে আরও কার্যকরী হবে।

৮. পৃষ্ঠপোষকতা এবং অর্থায়নের ব্যবস্থা করাঃ উন্নয়ন নাট্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দাতা সংস্থা, কর্পোরেট স্পন্সর এবং সরকারের কাছ থেকে অর্থায়নের জন্য উদ্যোগ নিতে পারে প্রতিষ্ঠান। উন্নয়ন নাট্যকে একটি কার্যকর সামাজিক উন্নয়নমূলক মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরে ফান্ডিং এর জন্য আবেদন করলে এটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল পাওয়া যেতে পারে।

৯. নেটওয়ার্ক তৈরি ও প্রচারাভিযান বিস্তৃত করাঃ উন্নয়ন নাট্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করা দরকার। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের অন্যান্য এন.জি.ও, নাট্যদল, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। এ ধরনের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা সহজতর হবে। 'পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন নাট্যের কর্মপ্রক্রিয়ার আলোচনার মধ্য দিয়ে বংলাদেশের উন্নয়ন নাট্যেও প্রতিতুলনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলেতে বিগত সময়ে এই নাট্য প্রক্রিয়াকে প্রচারণার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।'[৬]

১০. মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারঃ উন্নয়ন নাট্য কার্যক্রমকে আরও ব্যাপক পর্যায়ে তুলে ধরতে মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার করতে পারে প্রতিষ্ঠান। নাটকের মাধ্যমে তৈরি সচেতনতা প্রচারাভিযানগুলো টেলিভিশন, রেডিও এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরলে এটি জনগণের কাছে পৌছাতে পারবে। সর্বোপরি, একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা তার ব্যবস্থাপনা পর্ষদের মাধ্যমে উন্নয়ন নাট্য কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারে। কৌশলগত পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাজেট বরাদ্দ, প্রশিক্ষণ প্রদান, অংশীদারিত্ব গঠন, গবেষণা পরিচালনা এবং ফান্ডিং সংগ্রহের মাধ্যমে উন্নয়ন নাট্যকে সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এছাড়াও দাতা সংস্থা গুলো উন্নয়ন নাট্য বা থিয়েটার ফর ডেভেলপমেন্ট (TfD) কার্যক্রমের জন্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে অর্থায়ন করতে পারে। উন্নয়ন নাট্য সামাজিক সমস্যা সমাধানে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নাটকের ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা দাতা সংস্থাগুলোর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সফলতা হিসেবে প্রচিহ্নিত হতে পারে। এবার দেখা যাক কেন দাতা সংস্থাগুলো উন্নয়ন নাট্যের জন্য ফান্ডিং করতে আগ্রহী হতে পারে—

১. সামাজিক পরিবর্তনঃ উন্নয়ন নাট্য কার্যক্রম সাধারণত সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। দাতা সংস্থাগুলো সামাজিক পরিবর্তন এবং উন্নয়নের জন্য উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী থাকে। উন্নয়ন নাট্য এই লক্ষ্য অর্জনে কার্যকরী উপায় হিসেবে কাজ করতে পারে।

২. সচেতনতা বৃদ্ধিঃ উন্নয়ন নাট্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, যা বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু (যেমন- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, নারী অধিকার ইত্যাদি) সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে। দাতা সংস্থাগুলো এই সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে।

৩. স্থানীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি: দাতা সংস্থাগুলো সাধারণত এমন প্রকল্পগুলোর জন্য তহবিল প্রদান করে যেখানে স্থানীয় জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করে এবং তাদের চাহিদা ও সমস্যাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। উন্নয়ন নাট্য কার্যক্রম স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, যা দাতা সংস্থাগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৪. আর্থিক এবং সামাজিক প্রভাব: উন্নয়ন নাট্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দাতা সংস্থাগুলো আর্থিক এবং সামাজিক উভয় প্রভাবের হিসাব পেতে পারে। তারা চাইবে যে, তাদের অর্থায়ন সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে এবং প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে।

৫. প্রকল্পের ফলাফল এবং প্রতিবেদন: দাতা সংস্থাগুলো উন্নয়ন নাট্য কার্যক্রমের জন্য ফান্ডিং করার সময় প্রকল্পের ফলাফল এবং সফলতার প্রতিবেদন দেখতে চায়। নাটকের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলগুলি পরিমাপ করা সম্ভব, যা দাতা সংস্থাকে আগ্রহী করে তুলবে।

৬. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: উন্নয়ন নাট্য কার্যক্রম সাধারণত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়, যা দাতা সংস্থার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তারা চাইবে যে, তাদের বিনিয়োগটি এমন একটি প্রকল্পে যাক, যা জনগণের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

৭. বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: উন্নয়ন নাট্য কার্যক্রম বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। দাতা সংস্থাগুলো যদি তাদের কার্যক্রমের সাথে SDG-এর মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পান, তবে তারা উন্নয়ন নাট্যের প্রকল্পগুলোর জন্য অর্থায়ন করতে আগ্রহী হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজ তথা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (যেমন : স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী অধিকার, শিশু সুরক্ষা, পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি) সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা, গ্রামীণ ও শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সমস্যা ও তাদের সমাধান নিয়ে আলোচনার পরিবেশ তৈরি স্থানীয় জনগণকে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সেগুলোর সমাধান খুঁজে বের করার জন্য উৎসাহিত করা, সৃজনশীল চিন্তা ও দলগত কাজের মাধ্যমে যুব সমাজের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি করা, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের একত্রিত করে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরিচয়কে জাগ্রত করে সামাজিক বন্ধনকে মজবুত করা, সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, পর্যটন শিল্পে নতুন দিক উন্মোচন করা, স্থানীয় শিল্পী ও সংস্কৃতি-কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, রাষ্ট্রকে সামাজিক উন্নয়ন; ন্যায়বিচার এবং অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকরীভাবে সহায়তা করা ইত্যাদি সুবিধাসমূহ জনগণের দোরগোড়ে পৌঁছে দিতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন নাট্যচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যসূত্র

১ *http://rupantar.org/*

২ উদ্ধৃত, আহসান খান, *প্রায়োগিক নাট্যকলা-উন্নয়ন নাট্য প্রক্রিয়া* (ঢাকা : ভাষা চিত্র, ২০১৭) পৃষ্ঠা ১১

৩ প্রাগুক্ত

৪ প্রাগুক্ত

৫ সৈয়দ জামিল আহমেদ, *তৃতীয় বিশ্বের বিকল্প নাট্যধারা উন্নয়ন নাট্য : তত্ত্ব ও প্রয়োগ* (ঢাকা– সমাবেশ, ২০০১), পৃষ্ঠা ৫০

৬ ড. মীর মেহবুব আলম, "উন্নয়ন নাট্যের চিত্র-বিচিত্র প্রয়োগ এবং প্রভাব", *আনর্ত*, রহমান রাজু (সম্পাদিত), (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : ২২৩ খ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ভবন, পঞ্চম বছর, ষষ্ঠ পাঠ, মে-২০২১), পৃষ্ঠা ৭৩